গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-২ অধিশাখা
বাংলাদশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- যুক্রীম/যুব-২/পি-১৩/০৪- ১৪৫

তারিখ ঃ ২০/০৪/১৪২৩ বাং / ০৪/০৮/২০১৬ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

যেহেতু, জনাব মোজাম্মেল হক খান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩ (বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও ডিজারশনের দায়ে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩) (ডি) বিধি অনুযায়ী কেন চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না অথবা বিধি মোতাবেক অন্য কোন শাস্তি আরোপ করা হবে না তাঁর লিখিত জবাব পত্র প্রাপ্তির ১০(দশ)টি কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল এবং উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানীতে আগ্রহী কিনা তা লিখিত বিবৃতিতে উল্লেখ করে গত ২৫.০৫.২০১৬ তারিখের যুক্রীম/যুব-২/পি-১৩-০৪-৯৫ নং সংখ্যক স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়।

যেহেতু, জনাব মোজাম্মেল হক খান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এর দাখিলকৃত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬.০৭.২০১৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন এবং সরকার পক্ষে বেগম মরিয়ম আক্তার, যুব উন্নয়ন অদিদপ্তর মামলার Conducting Officer হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এবং

যেহেতু, জনাব মোজাম্মেল হক খান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি অনুযায়ী ডিজারশনের অভিযোগ প্রমানিত হয়নি।

সেহেতু, তাঁর দাখিলকৃত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব, নথি পর্যালোচনা, ব্যক্তিগত শুনানী তথা সার্বিক দিক বিবেচনায় জনাব মোজাম্মেল হক খান, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়নি। এমতাবস্থায় তাকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

০৪/০৮/১৬

(কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ)
সচিব

জনাব মোজাম্মেল হক খান,
ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরগুনা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ৩য় ফেইজ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বরগুনা।
৫। সহকারী প্রোগ্রামার আইটি সেল, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৬। ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন সমাপ্ত "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরগুনা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
যুব-২ অধিশাখা

তারিখ	আদেশের বিবরণ	স্বাক্ষর
২৬.০৭.২০১৬	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, জনাব মোজাম্মেল হক খান, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁদপুর (বর্তমান বরগুনা) কর্মরত থাকাকালীন সময়ে অভিযোগ হয় যে, চাঁদপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা গড়ে ৩৫-৪০ জনের বেশি না হলেও তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা খাতা প্রদর্শন না করে ৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থীর অনুকূলে প্রস্তুতকৃত বিলে উপপরিচালক (আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা) এর স্বাক্ষর গ্রহণের চেষ্টা করেন। গত ১১.০৪.২০১০ তারিখ দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের পর উপপরিচালক বিশ্রামে গেলে তিনি তাঁর কক্ষে একাকী প্রবেশ করেন এবং তাঁর জীবন নাশের চেষ্টা চালালে উপপরিচালক আত্মরক্ষার্থে অসহায় অবস্থায় তাঁর দাখিলকৃত বিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। অর্থ আত্মসাৎ এবং ক্ষমতা অপব্যবহার করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও ডিজারশনের দায়ে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী কেন চাকুরী থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হবে না অথবা বিধি মোতাবেক অন্য কোন শাস্তি আরোপ করা হবে না তার লিখিত জবাব পত্র প্রাপ্তির ১০(দশ)টি কার্যদিবসের মধ্যে দাখিল এবং উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানীতে আগ্রহী কিনা তা লিখিতভাবে জানাবার জন্য গত ২৫.০৫.২০১৬ তারিখের যুক্রীম/যুব-২/পি-১৩-০৪-৯৫ নং সংখ্যক স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, জনাব মোজাম্মেল হক খান এর দাখিলকৃত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৬.০৭.২০১৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন। সরকার পক্ষে বেগম মরিয়ম আক্তার, সহকারী পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর মামলার Conducting Officer হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, জনাব মোজাম্মেল হক খান অধিপ্তরাধীন "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জানান যে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোন সত্যতা নেই। তিনি তৎকালীন সময়ে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ছিলেন না। তিনি আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা উপপরিচালককে কোন প্রাণনাশের হুমকী প্রদান করেন নি। তাঁর দাখিলকৃত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব, নথি পর্যালোচনা, ব্যক্তিগত শুনানী তথা সার্বিক দিক বিবেচনায় এই ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, জনাব মোজাম্মেল হক খান যুব উন্নয়ন অধিপ্তরাধীন "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চাঁদপুর (বর্তমান বরগুনা) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়নি। এমতাবস্থায় তাকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হল। আদেশটি সকলকে অবহিত করা হোক।	

০৪/০৮/১৬